بسم الله الرحمن الرحيم

খুলাফায়ে রাশেদীনের পথে

খুলাফায়ে রাশিদার আমল থেকেই একটি মহিমান্বিত দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটে চলেছে। আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী -রাদিয়াল্লাহু আনহুম- থেকে শুরু করে আবু বকর ও আবু ইবরাহিম -রহিমাহুমুল্লাহ- পর্যন্ত, খুলাফায়ে রাশেদীনের পদাঙ্ক অনুসরণকারী এই নেতৃত্বের ধারাটি কতই না উত্তম! তারা চলে গেছেন, তবে তারা তাদের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং বায়াতের হক্ব বাস্তবায়ন করেছেন। কাননা তারা আমৃত্যু যুদ্ধ করে গেছেন, তারপরও শত্রুর হাতে পতাকা অর্পণ করেননি। বরং পতাকা অর্পণ করে গেছেন এমন কারো হাতে যে আল্লাহর অনুমতিতে এই পতাকার মর্যাদা সমুন্নত রাখবে।

ইসলামের শুরু লগ্ন থেকে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে চলছে। এক খলিফাহ চলে যায়, আরেক খলিফাহ আসেন। এক ইমাম অন্য ইমামের কাছে পতাকা হসস্তান্তর করেন। দেখুন, খলিফাহ আবু বকর সিদ্দীক -রাদিয়াল্লাহু আনহু-র শাসনকাল ছিলো মাত্র দুই বছর। এরপর তিনি অসুস্থ হয়ে মৃত্যু বরণ করেন। বলা হয়ে থাকে তাঁকে বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে হত্যা করা হয়। আবার অনেকে ভিন্ন কথাও বলেন। অতঃপর তার স্থলাভিষিক্ত খলিফাহ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন উমর আল-ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি একের পর এক বিজয় অভিযান চালিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমারেখা বিস্তার করেন। অতঃপর ফজরের সালাতে ইমামতি করার সময় মসজিদের ভিতরে এবং সাহাবীদের সামনেই এক অগ্নিপূজকের খঞ্জরাঘাতে তিনি নিহত হন। এই ঘটনায় তার সাথে আরো সাতজন সাহাবী নিহত হন!.. অতঃপর তাঁর স্থলাভিষিক্ত খলিফাহ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন উসমান যুন-নুরাইন রাদিআল্লাহু আনহু। তার শাসনামলের শেষ দিকে ফেতনার ঢেউ আসতে থাকে একের পর এক। একসময় তাঁকে গৃহবন্দী করা হয় এবং সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতে তার নিজ বাসস্থানেই হত্যা করা হয়! অতঃপর খলিফাহ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন আলী বিন আবু তালিব রাদিআল্লাহু আনহু। তাঁর খেলাফতের স্থায়িত্ব ছিলো পাঁচ বছর। অতঃপর দুর্ভাগা খারেজী ইবনু মুলজিমের হাতে তিনিও সাহাবীদের উপস্থিতিতে ফজরের সালাতে নিহত হন।

এভাবে একের পর এক নিহত হন হেদায়াতের ঝান্ডা বহনকারী খুলাফায়ে রাশেদীন। তাঁদের ধারাবাহিকতায় বর্তমান যুগেও খিলাফাহর নেতৃবৃন্দ নিহত হচ্ছেন। তাহলে কেনই-বা তারা নিন্দিত হবেন? আর নিন্দুকেরা কিসের ভিত্তিতে তাদের কটাক্ষ করবে? কেন তারা আমাদের সেই গৌরব ও সম্মান নিয়ে কটুক্তি করে যা তারা নিজেরাও অর্জন করতে পারেনি? তারা আমাদের দৃঢ়তাকে তিরস্কার র্করছে নাকি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হওয়াকে?! তারা কি করে খলিফাহ আবু ইবরাহিম এর মৃত্যু নিয়ে সমালোচনা করতে পারে, অথচ সে রাতে বীরত্বপূর্ণ লড়াইটিকে সবাই নিজেদের সাথে সম্পৃক্ত করতে চেয়েছিলো! সবাই বলছিলো: ইনি আমাদের আমীর, ইনি আমাদের কমান্ডার! কিন্তু সকালে যখন শাইখের আবৃত লাশ প্রকাশ পেলো তখন তারা কথা ঘুরিয়ে ফেললো এবং বলতে লাগলো: এতো আমাদের মধ্যে মন্দ ব্যক্তি এবং মন্দ ব্যক্তির সন্তান! এভাবে তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করলো!! এ কোন জঘন্য কপটতা! এই ভীতিপ্রদ দৃশ্যটি যদি খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে ঘটতো তবে তারা বলতো, "কি আশ্চর্য এ সেই গাজী যাকে আল্লাহ তা'আলা হিদায়াত দিয়েছিলেন এবং যিনি হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন"।

আল্লাহ ﷻ বলেন: "যারা আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণ করে, তাদেরকে মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত।", অতঃপর সূরা আলে ইমরানে আবার পুনঃরুক্তি করে বলেন: "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদেরকে কখনই মৃত মনে করো না, বরং তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট জীবিত; তারা রিযিক-প্রাপ্ত হয়ে থাকে।" এই আয়াতের তাফসীরে মুফাসসিরগণ বলেন: "অর্থাৎ, আপনার মনে এই ধারণা যেন না আসে যে, তারা মরে গেছে, শূন্য হাতে চলে গেছে এবং পার্থিব জীবনের স্বাদ ও চাকচিক্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে, যা হারানোর ভয়ে কাপুরষরা যুদ্ধে যেতে চায় না, শহীদ হতে চায় না। বরং পার্থিব দুনিয়ার পিছনে প্রতিযোগিতা করে মানুষ যা কিছু অর্জন করে, শহিদগণের প্রাপ্তি তারচেয়ে বহুগুণে উত্তম। কারণ শহিদরা তো "তাদের রবের নিকট জীবত"।", আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছেন সম্মানজনক বাসস্থান। আর দেখুন, আল্লাহ ﷻ বলছেন: "তাদের রবের নিকট" এ থেকে বুঝা যায়, তারা কত উচু মর্যাদার অধিকারী হবেন এবং আল্লাহর কত নিকটে থাকবেন।

কেউ কেউ খলিফাহ আবু ইব্রাহিম -তাকাব্বালাহু-ল্লাহ-র নিহত হওয়া এবং খলিফাহ আবুল হাসান -হাফিজাহুল্লাহ-র নিয়োগের ঘোষণা বিলম্বের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নানা কল্পনা-জল্পনায় ডুবে আছে। বস্তুত তারা জানে না খলিফাহ নিয়োগ ও বায়াত গ্রহণে কোন বিলম্ব করা হয়নি। কেবল যুদ্ধক্ষেত্রের স্বার্থ বিবেচনায় মিডিয়াতে ঘোষণা প্রাদানে বিলম্ব করা হয়েছে। কেননা যুদ্ধক্ষেত্রই মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং দিকনির্দেশনা দেয়; বিপরীতটি নয়। বরং যুদ্ধপরবর্তী জুমার দিন অতিবাহিত না হতেই আমরা -আল্লাহর অনুগ্রহে- শাইখ আবুল হাসান আল হাশেমী -হাফিজাহুল্লাহ-কে বায়াত দিয়েছি। এর সাথে সাথেই সমস্ত উলায়াতের সেনা-বিভাগ, মিডিয়া বিভাগ ও নিরাপত্তা বিভাগগুলো বায়াত প্রদান করেছে।

অতঃপর টানা এক সপ্তাহ ধরে মিডিয়া অফিসগুলো বিশ্বের নানা প্রান্তে দাওলাতুল ইসলামের উলায়াতসমূহ থেকে আসা খিলাফাহর সৈনিকগণের বায়াত গ্রহণের কয়েক ডজন দৃশ্য প্রকাশ করেছে। ফলে এমন এক দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে, যা ক্রুসেডার ও মুরতাদদেরকে সমভাবে ক্রোধান্বিত করেছে, এবং তাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছে যে, জিহাদের গতিরোধকরণ ও খিলাফাহকে ধ্বংস করার পিছনে তারা যত প্রচেষ্টা ও কলাকৌশল অবলম্বন করে চলছে সবই নিস্ফল ও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

শত্রু-মিত্র সকলে বিস্মিত হলো দাওলাতুল ইসলামের পক্ষ থেকে শায়েখ আবু হামযা আল কুরাইশী-তাকাব্বালাহুল্লাহ-র নিহত হওয়ার ঘোষণা শুনে। কেননা, এ খবরটি জানতো না স্বয়ং ক্রুসেডার আমেরিকা ও বিশ্বের কোন গোয়েন্দা সংস্থা। অসংখ্য সংবাদ মাধ্যম ও মিডিয়া বিশ্লেষকদের উপস্থিতি এবং তাদের সীমাহীন মিথ্যাচারিতা সত্তেও বিষয়টি কেউ অনুমানও করতে পারেনি। আর যারা মনে করে আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থাগুলো ভূপৃষ্ঠের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে রেখেছে! পৃথিবীর কোন কিছুই তাদের অজানা থাকে না! তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর মেসেজ রয়েছে এখানে। কেননা অফিসিয়াল মুখপাত্র শাইখ আবু হামযাহ আল কুরাইশী -তাকাব্বালাহুল্লাহ-এর নিহত হওয়ার খবর তাদের কারো জানা ছিলো না। উনার সম্পর্কে আমরা শুধু এতটুকুই বলবো, তাঁর স্থলাভিষিক্ত -শাইখ আবু উমর আল-মুহাজির -হাফিজাহুল্লাহ-র ভাষায় তিনি ছিলেন "গুপ্ত তাক্বওয়াবান শাইখ"।

প্রসঙ্গত আমরা সমস্ত মুনাসির ভাইদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতে চাই: আপনারা ঐসকল লোকদের বক্তব্য রদ করতে ব্যস্ত থাকবেন না -যাদের অন্তর্দৃষ্টি আল্লাহ নষ্ট করে দিয়েছেন, যারা এখন পর্যন্ত খলিফাহর পরিচয় নিয়ে মিথ্যা প্রচারণা ও সংশয় ছড়ানোতে লিপ্ত। ইতিপূর্বে তারা খলিফাহ আবু বকর আল বাগদাদী -তাকাব্বালাহুল্লাহ-কে নিয়ে বহু বিভ্রান্তি ছড়িয়েছিলো। অবশেষে তিনি প্রকাশ্য দিবালোকে বাহির হয়ে আসলেন এবং জনসম্মুখে জুমার খুতবাহ দিলেন! তারপর তারা বললো, ক্রুসেডারদের বিমানগুলোর অগোচরে তিনি কি করে বাহিরে আসলেন? এরপর যখন নিহত হলেন, তখন বললো, তাঁর লাশ কোথায় গেলো?! এভাবে তারা একের পর এক অবান্তর প্রশ্ন করেই যাবে। এটাই তাদের স্বভাব ও প্রকৃতি।

কাজেই আপনারা তাদেরকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন না। বরং তাদেরকে পরোয়া না করে সামনে এগিয়ে যান। কথিত আছে, বাজপাখি উঁচ্চতায় উঠে উড়তে থাকে যেন সারসপাখির সাথে তার সংঘর্ষ না হয়! কাজেই, আপনারা তাদেরকে এড়িয়ে উচ্চতায় উঠে যান -আল্লাহ আপনাদের মর্যাদা বুলন্দ করুন। পক্ষান্তরে সত্য সন্ধানী মুসলিমদের প্রতি থাকুন দয়াদ্র ও বিনয়াবনত। তাদের সাথে অমায়িক ও নম্র আচরণ করুন, নসিহত করুন এবং হিকমাহ ও সদুপদেশের মাধ্যমে সত্যপথে আহ্বান করুন। আর সত্য সন্ধানী এবং গুজব রটনাকারী মুনাফিকের মাঝে পার্থক্য সহজেই বোধগম্য।

একইভাবে ইদলিবে দাবার গুটি হয়ে কর্মরত আন্তর্জাতিক ও তুর্কী গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর প্রতি মানুষের ঘৃণা-বিদ্বেষ ও ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, যখন তারা শিশুহত্যার নিন্দা জানায়, কিন্তু বীর পুরুষদের হত্যার ব্যাপারে নিরব নিশ্চুপ থাকে। তাদের সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক জনতা-ই আজ তাদের সমালোচনা করছে এবং তাদেরকে বিশ্বাসঘাতক ও খিয়ানতকারী হিসেবে চিহ্নিত করছে। জ্ঞানীদের সামনে তাদের মুখোশ উন্মোচনের জন্য এই নির্লজ্জ আচরণটিই যথেষ্ট, বেশি কিছু বলার প্রয়োজন পড়ে না।

বিবেকবানরা চিন্তা করে দেখুন, তারা কিভাবে নিজেদের অজান্তেই অভিযুক্তের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যাচ্ছে এবং দোষী সাব্যস্ত হচ্ছে! এবং কিভাবে আল্লাহ ﷻ তার প্রিয় বান্দাদেরকে শুভ পরিণতি দান করছেন এবং মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচিত করে দিচ্ছেন, যেন মানুষ শিক্ষাগ্রহণ করে এবং অনুধাবন করতে পারে। কিন্তু অধিকাংশই সত্য অনুধাবন করে না।

এদিকে আমেরিকার হতভাগা, নির্বোধ ঐ বুড়োটি চেয়েছিলো তড়িগড়ি করে একটি বিজয়ের ঘোষণা দিবে। কিন্তু গুয়াইরানের যুদ্ধে খলিফাহ আবু ইব্রাহিম -তাকাব্বালাহুল্লাহ-র হাতে অর্জিত সর্বশেষ বীরত্বগাঁথা ও চমৎকার সাফল্যে মুসলিমদের আনন্দ-উজ্জ্বল বিজয়ধ্বনি তাদের চেহারাগুলোকে মলিন করে দেয়। দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকরা ছাড়া আর কার সাধ্য আছে এমন যুদ্ধ পরিচালনা করবে?

'বারিসা'য় মুর্খ আমেরিকা যে বিজয়ের দাবী করেছিলো সেটারই পুনঃসন্ধান করেছে তারা 'আতমাহ'র ধ্বংসস্তুপের মাঝে!.. বাগুয ও মসুলে পবিত্র ও পুন্যবান লোকদের লাশের স্তুপের মাঝেও তারা এই বিজয়ের অনুসন্ধান করেছিলো। এটাই তো সে বিজয়, যার দাবী তারা ইতিপূর্বে বহুবার করেছে। এই বিজয়ের নেশাতেই তারা হত্যা করেছে আবু মুসআব, আবু উমর, আবু হামযাহ, আবু মুহাম্মদ, আবু বকর, আবুল হাসানসহ আরো বহু আমীরকে -আল্লাহ তাদের সকলকে কবুল করুন। কিন্তু কোথায় তোমার বিজয় হে আমেরিকা?! আর এটা কোন ধরণের বিজয়, যা তোমরা দুই দশক ধরে বারবার দাবী করে চলছো, এবং একের পর এক ধ্বংসস্তুপের মাঝে খুঁজে বেড়াচ্ছো, কিন্তু পরিশেষে কিছুই পাচ্ছ না ধ্বংসাবশেষ ছাড়া?!

আমরা বরং আল্লাহর তাওফীকে বলি: দাওলাতুল খিলাফাহর সৈনিকগণ,আরবী অনারবী কোন ভেদাভেদ ছাড়া একই সারিতে সমবেত হয়েছেন এবং সকল মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাচ্ছেন। শাম থোকে হিন্দ, ইরাক থেকে মোজাম্বিক পর্যন্ত তারা একই ইমামের আনুগত্য করেন। অপরদিকে ক্রুসেডারদের সারিগুলোতে আজ যে বিভক্তি ও ফাটল দেখা দিয়েছে তা আর কখনই মিটবে না, বরং তা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকবে, বি-ইযনিল্লাহ। কাজেই হে আমেরিকা, দেখো আজ তোমাদের ও তোমাদের মিত্রদের সারিগুলোতে কত বিভক্তি দেখা দিয়েছে। অপরদিকে আমরা আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত হাতে ধারণ করে নববী পথের উপর ঐক্যবদ্ধ হয়ে আছি। এভাবে খিলাফাহর সৈনিকগণ হেদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীন এর পথ

ধরে সামনে চলতে থাকবেন ইসা ইবনে মারয়াম -আলাইহিস সালাম-এর হাতে পতাকা অর্পন করা পর্যন্ত। পরিশেষে সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের জন্য।